যায়যায়দিন

তারিখ 1 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত চিত্র

মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র সুখকর নয়। দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ঝড়ে পড়া, শিক্ষার গুণগত মান, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে না পারা এবং নিরানন্দ পরিবেশে শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়গুলো বিদ্যমান এবং প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এগুলো বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তি। আমরা যদি এই ভিত্তিকে মজবুত করে গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে উচ্চ শিক্ষা এবং দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নাগরিক ও নেতা তৈরি করা সম্ভব হবে না। প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাবলীর জন্য আমরা জাতীয় ক্ষেত্রে যে অনেক পিছিয়ে আছি তা আর নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝড়ে পড়ার চিত্র আশাব্যঞ্জক তো নয়ই বরং হতাশাজনক। একটি জাতীয় দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ২০০৮ সালে ৩৭ লাখেরও বেশি শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২৬ লাখের কিছু বেশি শিক্ষার্থী চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য নিবন্ধন করেছে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতে আসা পর্যন্ত সাড়ে এগার লাখ শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়েছে। কিছু শিক্ষার্থী অন্য ধারায় হয়ত চলে গেছে, কেউ হয়ত ফেল করার কারণে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আসতে পারেনি তারপরও প্রকৃত ঝড়ে পড়ার হার আৎকে ওঠার মতো। অপুষ্টি, দারিদ্র্য, পাঠ্যপুস্তক পাঠদান চিত্তাকর্ষক নয়, ভর্তির পর স্কুল পরিবর্তন, অভিভাবকদের অসচেতনতা ইত্যাদি কারণকে দায়ী করেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার পর্যায়ে তাদের মধ্যে ৬ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়েছে। ২০১০ সালে তৃতীয়, ২০১১ সালে চতুর্থ পর্যায় পেরিয়ে ২০১২ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ৩৮ হাজার ৪৫৪ জন যদিও ভর্তি হয়েছিল ৩৭ লাখ ৭৯ হাজার ২১১ জন অর্থৎ ঝড়ে পড়েছে ১১ লাখ ৫০ হাজার ৭৫৭ জন। (কালের কণ্ঠ ২৪-০৮-২০১২)। এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হতে যাচ্ছে ২১ নভেম্বর।

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ করতে হলে বহু ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন আর এই পদক্ষেপ সরকারের একার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয় তবে বিশাল দায়িত্বটি সরকারকেই বহন করতে হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহপরিচালক শ্যামল কান্তি বলেন, ঝরে পড়া রোধকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি বাড়ানো হয়েছে, স্কুলে বিস্কুট দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো কি পরিমাণে কোথায় কার্যকরী হচ্ছে এবং যেসব এলাকায় এগুলো বেশি দরকার সেসব এলাকায় ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তার সঠিক কোনো পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা নেই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্থা ইত্যাদি) প্রাথমিক শিক্ষার দেখভাল সুনির্দিষ্টভাবে করতে পারে। কোনো কোনো এলাকায় সরকারি প্রচেষ্টা পৌঁছাবে না সেখানে এনজিওগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া, সেখানে এনজিওর খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা নেই বা প্রয়োজনীয়তা নেই, সরকারও সাফল্যজনকভাবে এগুতে পারছে না অথচ শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সেখানে কমিউনিটিকে কিভাবে সহায়তা দিলে অবস্থার উন্নতি হবে সে বিষয়গুলো সরকারকেই বের করতে হবে।

সাম্প্রতিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বড় ধরনের এক জটিলতা তৈরি হয়েছে। গত জুলাই মাসে ১২ হাজার প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল কিন্তু এ নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হতেই নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়ে শূন্য কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যতা তৈরি হয়। আর প্রশিক্ষণ একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার, শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে পাঠাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে কারণ দুই একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণে থাকলে প্রতিষ্ঠান ঠিকমত ক্লাস ম্যানেজ করতে পাওে না। তাছাড়া শিক্ষকদের মাতৃত্বজনিত ছুটি, বিশেষ ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি ইত্যাদি কারণে শিক্ষক স্বল্পতাহেতু অনেক ক্লাস বাদ যায়। এইসব ক্লাস পরিচালনার জন্য পুলের শিক্ষকদের কাজে লাগানো হবে। এটি ছয় মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। ছয় মাস পর কি শিক্ষকদের ঘাটতি থাকবে না? তখন কীভাবে শূন্য পদ পূরণ করা হবে?

তবে এতসব সমস্যার মধ্যেও খুশির সংবাদ হচ্ছে সরকার দেশের ২৬ হাজার ২৮৪টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন ধাপে জাতীয়করণ করতে যাচ্ছে। প্রথম ধাপ শুরু হবে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে তখন ১ লাখ ৫ হাজার ৩৪৫ জন শিক্ষকের চাকরিও জাতীয়করণ করা হবে। এর ফলে ১৩০৮ কোটি টাকা খরচ হবে প্রতিবছর। প্রথম ধাপে ২২ হাজার ৯৮১টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হবে। এ বিদ্যালয়গুলো ইতোমধ্যে মাসিক সরকারি অনুদান পাচ্ছে অর্থৎ এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়। যেসব বিদ্যালয় এমপিও লিস্টে নেই সেগুলো জাতীয়করণ করা হবে ১ জুলাই ২০১৩ এবং তৃতীয় পর্যায়ে বাকিগুলো জাতীয়করণ করা হবে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো মূল বেতন পান এবং ২০০ টাকা বাড়িভাড়া ও ২০০ টাকা মেডিকেল ভাতা পান। স্থায়ী বা সাময়িক নিবন্ধনভুক্ত স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণ করা হবে। এদের সংখ্যা ২২৫২। বাকি ১০৫১ বিদ্যালয় যারা অনুমোদন পায়নি বা সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় তারা তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণের আওতায় আসবে।

১৯৭৩ সালে সরকার প্রথম দেশের ৩৬১৬৫ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে আরো ১৫০৭টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। দেশে বর্তমানে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ৮৫০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যে কোনো দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার প্রথম ধাপ। এই ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হচ্ছে ভিত, এই ভিত মজবুত না হলে ভবিষ্যতে যে কোনো শিক্ষা প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হয় না। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মান থেকে অনেক দূরে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষাদান আনন্দময় পরিবেশে নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়ার হার রোধ করা নিশ্চিত করতে হবে জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে।

মুহম্মদ মাছুম বিল্লাহ: কলাম লেখক

১৯৭৩ সালে সরকার প্রথম দেশের ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে আরো ১৫০৭টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। দেশে বর্তমানে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ৮৫০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যে কোনো দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার প্রথম ধাপ। এই ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি হচ্ছে ভিত, এই ভিত মজবুত না হলে ভবিষ্যতে যে কোনো শিক্ষা প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হয় না। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মান থেকে অনেক দূরে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষাদান আনন্দময় পরিবেশে নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়ার হার রোধ করা নিশ্চিত করতে হবে জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে।